APR. 01 2002

ভোরের কাগজ

ছাত্রলীগকে ঢেলে সাজানো হচ্ছে নেতা নির্বাচিত হবে ভোটে

রাশিদুল হাসান : পরিবর্তিত রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ ছাত্রলীগকে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নিয়েছে আওয়ামী লীগ। দীর্ঘ সাড়ে ৪ বছর পর আগামী ৩ এপ্রিল অনুষ্ঠিতব্য ছাত্রলীগের ২৭তম জাতীয় কাউন্সিল অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এ ঢেলে সাজানোর প্রক্রিয়া শুরু হবে। ছাত্রলীগের ইতিহাসে এবারই প্রথম ভোটের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় নেতাদের নির্বাচিত করা হবে বলে জানা যায়। চলমান সরকার বিরোধী আন্দোলন এবং আগামী নির্বাচনকে সামনে রেখে ছাত্রলীগের গঠনতন্ত্রেও পরিবর্তন আনা হবে।

সাহসের সঙ্গে মেধার সমন্বয় এবং এর সঙ্গে ছাত্রত্বের বিষয়টি লক্ষ্য রেখেই এবার ছাত্রলীগের কমিটি গঠিত হবে বরে জানিয়েছেন ও.কে কমিশনের প্রভাবশালী নেতা ওবায়দুল কাদের।

এদিকে অতীতের রীতি অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সম্মেলন অনুষ্ঠানের আগে বিশ্ববিদ্যালয় এবং জেলা সম্মেলন হওয়ার কথা থাকলেও এবার কেন্দ্রীয় সম্মেলনই প্রথমে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এ বিষয়ে ওবায়দুল কাদের ভোরের কাগজকে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এবং বিভিন্ন স্থানে ছাত্রলীগের ছেলেরা উদ্বাস্তু হয়ে রয়েছে। উদ্বাস্তুদের সম্মেলন হয় নাকি? তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মেলন তো আর বান্দরবান বা রমনাপার্কে অনুষ্ঠিত হতে পারে না। ওবায়দুল কাদের আরো বলেন, আমরা ২ বছরের স্কিম নিয়ে মাঠে নেমেছি। এর মধ্যে সব স্থানেই সম্মেলন সম্পন্ন করে নেতৃত্ব নির্বাচন করা হবে। তিনি বলেন, যে সব স্থানে এখন সম্মেলন করা সম্ভব হবে না সে সব স্থানে এডহক বা অন্তর্বর্তীকালীন কমিটি করা হবে।

নেতৃত্ব নির্বাচনের ক্রাইটেরিয়া উল্লেখ করতে গিয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন, আন্দোলন এবং নির্বাচনের উপযোগী করে আধুনিক কমিটি গড়ে তোলা হবে। সাহস, মেধা এবং নিয়মিত ছাত্র এ তিনটি বিষয় অবশ্যই মাথায় রাখা হবে নেতৃত্ব নির্বাচনের সময়। তিনি আরো বলেন, বয়স ৪০-৫০ বছর হয়ে গেছে কিন্তু 'ল কলেজে ভর্তি হয়ে নামে মাত্র ছাত্রত্ব টিকিয়ে রেখেছে এদের এবার নেতৃত্বে আনা হবে না। ছাত্রলীগের সাংগঠনিক নেত্রী শেখ হাসিনার উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেন, এবার 'বটম টু টপ' নয় 'টপ টু বটম' পদ্ধতিতে কমিটি গঠন করা হবে। এদিকে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, ১৯৪৮ সালে ছাত্রলীগের আত্মপ্রকাশ হওয়ার পর এবারই প্রথম নির্বাচনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় নেতাদের নির্বাচিত করা হবে। তবে এ সিদ্ধান্তের কার্যকর বাস্তবায়ন নিয়েও ছাত্রলীগের সাবেক এবং বর্তমান অনেক নেতা প্রশ্ন তুলেছেন।

নির্বাচনের মাধ্যমে নেতৃত্ব নির্বাচন প্রসঙ্গে ছাত্রলীগের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক নেতৃবৃন্দ বলেছেন, ঢাকা ছাড়া জেলা পর্যায়ে অনেকেরই কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দদের সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা নেই। সেক্ষেত্রে নির্বাচনের মাধ্যমে সঠিক নেতৃত্ব নির্বাচন করা অনেক সময় অসম্ভব এবং ঝুঁকিপূর্ণ।

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় কমিটি গঠনে কাউন্সিলরদের ভোট গ্রহণের আয়োজন করার জন্য সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটিকে নির্দেশ দিয়েছেন। শেখ হাসিনার নির্দেশের পর ইতিমধ্যেই তিন সদস্যের একটি নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়েছে।

● এরপর-পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

ছাত্রলীগকে ঢেলে সাজানো হচ্ছে

● শেষের পাতার পর

ইতিপূর্বে গঠিত ছাত্রলীগের সকল কেন্দ্রীয় কমিটির ক্ষেত্রে বিশ্বস্ত লোক দিয়ে মাঠ পর্যায়ে খোঁজ-খবর নিয়ে এবং শেখ হাসিনার একক সিদ্ধান্তে কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক পদসহ গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহে নেতৃত্ব নির্বাচন করা হলেও এবারই প্রথম গঠনতন্ত্র মোতাবেক এসব পদে নির্বাচনের মাধ্যমে নেতৃত্ব নির্বাচন করা হবে।

এদিকে সরকারবিরোধী আন্দোলনে ছাত্রলীগকে গতিশীল এবং শক্তিশালী করার অংশ হিসেবে এবার গঠনতন্ত্রেও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনা হচ্ছে।

গঠনতন্ত্রে ১০১ সদস্যবিশিষ্ট কেন্দ্রীয় কমিটির কথা বলা হলেও নির্ভরযোগ্য সূত্র মতে এবার এ সংখ্যা ২০১-এ উন্নীত হবে বলে জানা যায়। এ ছাড়া এবারের কমিটিতে ১১ জন সহ-সভাপতির স্থলে ২১ জন সহ-সভাপতি, দুজন যুগ্ম সম্পাদকের স্থলে ছয়জন এবং একজন সাংগঠনিক সম্পাদকের স্থলে ছয়জনকে সাংগঠনিক সম্পাদক করা হবে বলে জানা যায়।

এছাড়া প্রতিটি সহ-সম্পাদক পদে একজনের স্থলে তিনজনকে দায়িত্ব দেওয়া হবে।

নির্বাচনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃবৃন্দ নির্বাচিত হলে সেক্ষেত্রে জাতীয় কার্যকরী পরিষদের সদস্যবৃন্দ, জাতীয় পরিষদের সদস্যবৃন্দ (১০১ জন) ৮৩টি সাংগঠনিক জেলার সভাপতি এবং ২৫ জন কাউন্সিলর ভোট প্রদানের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় নেতাদের নির্বাচন করবে না সেক্ষেত্রে গঠনতন্ত্রের ২০ ধারার ক. এবং খ. ধারা মতে নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নেতৃত্ব নির্বাচন করা হবে।